বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

"Bangladesh Bank-Authorized Dealers' Forum" এর ৩৫তম সভার রেকর্ড নোটস্।

"বাংলাদেশ ব্যাংক-অনুমোদিত ডিলারস ফোরাম" এর ৩৫তম সভা ০৭/০৫/২০২৪ তারিখ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় ফোরামের আহবায়ক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক জনাব কাজী রফিকুল হাসানের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল ভবনের ৫ম তলাস্থ জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ফোরামের সদস্য ও প্রতিনিধিদের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"তে দেখানো হ'ল।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে নতুন যোগদানকারীদের পরিচিতি বিনিময়ের মধ্য দিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতে বিগত ৩৪তম সভার রেকর্ডনোটস উপস্থাপন করা হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর বিগত সভার সিদ্ধান্তগুলোর পরিপালন/বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভাকে অবহিত করা হয়। এ পর্যায়ে ৩৪তম সভা হতে ৩৫তম সভা পর্যন্ত সময়কালে জারিকৃত বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত বিভিন্ন সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারসমূহের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা প্রদান/স্পষ্টীকরণ করা হয়। অতঃপর উত্থাপিত অন্যান্য বিষয়ে সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	উত্থাপনকারী	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
০১.	OEMS এ Full ও Partial Overdue এর বিপরীতে রিপোর্ট নিশ্চিতকরণ প্রসঙ্গে।	এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক	এফইওডির পক্ষ হতে সভাকে অবহিত করা হয় যে, এফইওডি সার্কুলার নং-০১/২০২৪ মোতাবেক অপ্রত্যাবাসিত রপ্তানি বিলের মাসিক বিবরণী, প্রত্যক্ষ রপ্তানির বিপরীতে পিআরসি অথবা এফইওডিতে প্রেরিত রপ্তানি বাণিজ্য সংক্রান্ত অন্য কোন বিবরণীর হার্ড কপি বিভাগটিতে প্রেরণের প্রয়োজন নেই। তবে, এ সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টসমূহ ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ এবং প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে ইএক্সপি ওভারডিউ এর কারণ ও রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসনে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে OEMS-এ রিপোর্ট নিশ্চিত করতে ব্যাংকগুলোকে অবহিত করা হয়। কিছু ব্যাংক এখনো বিবরণীসমূহ হার্ড কপি ও ইমেইলে প্রেরণ করছে। এছাড়া, কতিপয় ব্যাংক ওভারডিউ ইএক্সপি-এর বিপরীতে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অনলাইনে নিয়মিত রিপোর্ট করছে না। এ বিষয়ে এডি ব্যাংকসমূহকে সচেতন ও সতর্ক থাকার জন্য সভাপতি এডি ব্যাংক প্রতিনিধিদের নির্দেশনা প্রদান করেন।	সকল ব্যাংক
০২.	পুনঃরপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি প্রসঙ্গে।	এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক	পুনঃরপ্তানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্রের ভিত্তিতে পুনঃরপ্তানির ছাড়পত্র প্রদানের জন্য এবং বিশেষ ক্ষেত্রে পুনঃরপ্তানিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি পত্রের প্রয়োজন হলে এফইওডির নিকট পত্র প্রেরণের জন্য কাস্টসম হাউজসমূহকে পরামর্শ প্রদান করতে চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-কে পত্র মারফত জানানো হয়েছে এবং পত্রের কপি সকল এডি ব্যাংকে প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে এফইওডির প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন। কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃক বিভাগটির নিকট পুনঃরপ্তানির জন্য অনাপত্তি চাওয়া হলেই তা বিবেচনা করা হবে মর্মে এফইওডি প্রস্তাব করলে সভার সভাপতি এডি ব্যাংকসমূহকে তা অনুসরণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	সকল ব্যাংক
০৩	ই-টিকিট এর মাধ্যমে OIMS-এ সংশোধনী/তথ্য	এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক	ই-টিকিট এর মাধ্যমে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বিভিন্ন ভুল সংশোধন করার জন্য আবেদন করার প্রাক্কালে বিষয়বস্তু বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকে না অথবা প্রয়োজনীয় দলিলাদি যুক্ত থাকে না মর্মে এফইওডির প্রতিনিধি সভাকে অবহিত	সকল ব্যাংক

CamScanner

	হালনাগাদ এর জন্য আবেদন দাখিলের প্রাক্কালে যথাযথভাবে যাচিত বিষয়ের বিবরণ এবং প্রয়োজনীয় দলিলাদি সংযুক্ত করা প্রসঙ্গে।		করেন। সার্বিক আলোচনান্তে ই-টিকিট ইস্যু করার সময় আবেদনের বিষয়বস্তু যথাযথভাবে উল্লেখ করা এবং প্রয়োজনীয় দলিলাদি যুক্ত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সভাপতি উপস্থিত ব্যাংক প্রতিনিধিদের নির্দেশনা প্রদান করেন।	
০৪.	Advance Payment Guarantee (APG) এর অধীনে অগ্রিম পরিশোধ প্রসঙ্গে।	এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক	গাইডলাইন্সের বিদ্যমান বিধান মোতাবেক মাঃডঃ ১০,০০০.০০ বা এর অধিক পরিমাণ অর্থ অগ্রিম হিসেবে বিদেশী সরবরাহকারীর নিকট প্রেরণের জন্য APG গ্রহণ অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগের (এফইপিডি) অনুমোদন গ্রহণ করার নির্দেশনা জ্ঞাপিত রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে, মার্কিন ডলার ব্যতীত অন্য মুদ্রায় অগ্রিম প্রেরণের সময় কিছু ক্ষেত্রে প্রেরিত অগ্রিম মার্কিন ডলার ১০,০০০.০০ সমমান বা এর অধিক হলেও ব্যাংক কর্তৃক APG গ্রহণ কিংবা এফইপিডির অনুমোদন গ্রহণ ব্যাতিরেকেই অগ্রিম আমদানি মূল্য প্রেরণ করা হয়ে থাকে মর্মে সভায় এফইওডির প্রতিনিধি উল্লেখ করেন। সার্বিক আলোচনান্তে, সভার সভাপতি আলোচ্য বিষয়ে গাইডলাইন্সের বিদ্যমান বিধান ও এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য নির্দেশনা সঠিকভাবে পরিপালনের জন্য সচেষ্ট থাকতে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	সকল ব্যাংক
০৫.	আকর্ষণীয় বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রলোভনের বিষয়ে সতর্কতা প্রসঙ্গে।	এফইআইডি, বাংলাদেশ ব্যাংক	প্রশ্নযোগ্য পরিচিতির বিদেশী পক্ষ থেকে লোভনীয় বৈদেশিক বিনিয়োগের বিষয়ে সতর্ক করে এফইআইডি সার্কুলার পত্র নং-০১/২০১৬ জারী করা হলেও বিভিন্ন ব্যাংক ও দেশীয় উদ্যোক্তাদের এখনও এ ধরনের প্রলোভনমূলক প্রস্তাবনায় প্রতারিত/প্রভাবিত হতে দেখা যাচ্ছে এবং যাচাই বাছাই ব্যতীত ব্যাংকসমূহ কর্তৃক এ ধরনের প্রস্তাবনা বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করা হচ্ছে মর্মে এফইআইডির প্রতিনিধি সভায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। আলোচনান্তে সভার সভাপতি এ ধরনের বিনিয়োগ প্রস্তাব যাচাই বাছাই না করে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণের ব্যাপারে সদাসতর্ক থাকার জন্য এডি ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ প্রদান করেন।	সকল ব্যাংক
০৬.	অপরিশোধিত বিলমূল্য পরিশোধ প্রসঙ্গে।	আমদানি নীতি শাখা-১, এফইপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক	এফই সার্কুলার পত্র নম্বর-১৭/২০১৩ এর নির্দেশনা মোতাবেক স্বীকৃত বিলের মূল্য পরিশোধ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট (এফইওডি) এবং গ্রাহকের বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ নিষ্পত্তির বিষয়ে Financial Integrity and Customer Services Department (FICSD) কর্তৃক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সে প্রেক্ষিতে, ঋণপত্রের বিপরীতে বিলমূল্য পরিশোধ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য এফইওডি এবং FICSD এ ব্যাংক/গ্রাহক কর্তৃক আবেদন জানানো বাঞ্ছনীয়। কিন্তু, বিভিন্ন ঋণপত্রের বিপরীতে বিলমূল্য পরিশোধ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিভিন্ন ব্যাংক/গ্রাহক কর্তৃক এফইপিডিসহ অন্যান্য বিভাগে আবেদন জানানো হয়। এফইপিডিতে জ্ঞাপিত উক্ত আবেদনসমূহ কেইসের ধরন অনুযায়ী (স্বীকৃত/অভিযোগ) প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এফইওডি/ FICSD-এ প্রেরণ করা হয়। ফলে, কর্মঘন্টার অপচয় এবং কাজের দীর্ঘসূত্রিতা বৃদ্ধি পায় যা কাম্য নয় মর্মে এফইপিডির আমদানি নীতি শাখা হতে সভাকে অবহিত করা হয়। সার্বিক বিবেচনায়, ঋণপত্রের বিপরীতে বিলমূল্য পরিশোধ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কেইসের ধরন অনুযায়ী স্বীকৃত বিলের পরিশোধ সংক্রান্ত বিষয়ে এফইওডিতে এবং স্বীকৃত বিল ব্যতীত গ্রাহকের অন্যান্য অভিযোগের বিষয়ে FICSDতে আবেদন জানানোর জন্য এডি ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	সকল ব্যাংক

CamScanner

০৭.	আমদানিকারক কর্তৃক শুধুমাত্র মনোনীত ব্যাংক এর মাধ্যমে ঋণপত্র স্থাপন প্রসঙ্গে।	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪ এর অধ্যায়-২ অনুচ্ছেদ-১৫(ক)(অ) অনুযায়ী বেসরকারি খাতের স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং নিবন্ধিত আমদানিকারকগণ ঋণপত্র খোলার জন্য শুধুমাত্র নিজ নিজ মনোনীত ব্যাংকে আবেদনপত্র এবং আনুষাঙ্গিক দলিলাদি দাখিল করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে মর্মে উল্লেখ করে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি আইআরসিতে উল্লেখিত মনোনীত ব্যাংকের অনাপত্তিপত্র গ্রহণের মাধ্যমে নিজ নিজ ব্যাংকে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারকগণের বৈদেশিক বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। গ্রাহকগণের ব্যবসায়িক প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে আইআরসিতে একের অধিক মনোনীত ব্যাংক সংযোজন করার আবশ্যকতা রয়েছে মর্মেও ব্যাংকটির প্রতিনিধি উল্লেখ করেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে উপস্থিত প্রতিনিধিরা আইআরসিতে উল্লিখিত মনোনীত ব্যাংকের নাম ও প্রদেয় লিমিট প্রত্যাহার এবং প্রদেয় লিমিট টাকার পরিবর্তে মার্কিন ডলারে প্রদানের জন্য মতামত ব্যক্ত করেন। সার্বিক আলোচনান্তে, সভার সভাপতি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আইপিওতে অর্ন্তভুক্ত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহনের নিমিত্ত এডি ব্যাংককে এফইপিডিতে আবেদন করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।	আমদানি নীতি শাখা-১, এফইপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক
০৮.	ডিজিটাল আইআরসি নম্বর হালনাগাদকরণ প্রসঙ্গে।	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি Bangladesh Bank Online Import Monitoring System-এ আমদানিকারকের ডিজিটাল আইআরসির পরিবর্তে পুরাতন আইআরসি নম্বর এখনো আইআরসি প্রোফাইলে বিদ্যমান রয়েছে মর্মে উল্লেখ করে এই প্রক্রিয়ায় সামঞ্জস্য আনার লক্ষ্যে সকল এডি ব্যাংক কর্তৃক আমদানিকারকের ডিজিটাল আইআরসি নম্বর সংশ্লিষ্ট প্রোফাইলে হালনাগাদ করার জন্য প্রস্তাব পেশ করেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে এফইওডির প্রতিনিধি ডিজিটাল আইআরসি আপডেশনের কাজ চলমান রয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন।	-
০৯.	E-delivery এর মাধ্যমে সফটওয়্যার এবং Service আমদানির ক্ষেত্রে Incoterms এর প্রযোজ্যতা প্রসঙ্গে।	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	BBOIMS-এ ইমপোর্ট কন্ট্রাক্ট/এলসিতে প্রযোজ্য Incoterms লিপিভুক্ত করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এর পাশাপাশি, Service এবং E-delivery এর মাধ্যমে সফটওয়্যার আমদানির ক্ষেত্রে Incoterms এর প্রযোজ্যতা এবং ব্যবহার প্রসঙ্গে দিক নির্দেশনার জন্য স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক সভায় প্রস্তাব পেশ করেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে এফইপিডির প্রতিনিধি সভাকে জানান যে ই-ডেলিভারির মাধ্যম সফটওয়্যার আমদানির ক্ষেত্রে পরিবহনসহ অন্যান্য দায়-দায়িত্বের বাধ্যবাধকতা থাকে না বিধায় ইনকোটার্মের ব্যবহার এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এক্ষেত্রে আইএমপি ফরমে সংশ্লিষ্ট স্থানে Incoterms প্রযোজ্য নয় অথবা যথোপযুক্ত শব্দ ব্যবহারের বিষয়টি এফইওডি লীড ডিপার্টমেন্ট হিসেবে এফইপিডি ও Statistics Department এর সমন্বয়ে নিষ্পত্তি করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃকাঃ।
১০.	Discrepant ইমপোর্ট বিলের দায় পরিশোধ প্রসঙ্গে।	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড	GFET,Vol-1 এর অধ্যায়-৭ অনুচ্ছেদ-২৬ অনুযায়ী, উপস্থাপিত আমদানি বিল এ কোন Discrepancy পাওয়া গেলে কাস্টমস কর্তৃক পণ্য খালাস করার পর প্রত্যয়িত বিল অফ এন্ট্রির ভিত্তিতে আমদানি দায় পরিশোধের নির্দেশনা রয়েছে। পক্ষান্তরে, UCP-600 এর ধারা-১৬ অনুযায়ী, Discrepancy জানানোর পর রপ্তানিকারক ব্যাংকের নির্দেশনা অথবা দায় পরিশোধের পূর্বে অরিজিনাল ডকুমেন্ট হস্তান্তরের কোন বিধান নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে, GFET এবং UCP-600 এর মধ্যে সামঞ্জস্য আনার লক্ষ্যে GFET এর সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ সংশোধনের বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক সভায় পেশ করে। সার্বিক আলোচনান্তে, এ বিষয়ে এফইপিডির আমদানি নীতি শাখা-১ সংশ্লিষ্ট পক্ষদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	আমদানি নীতি শাখা-১, এফইপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক

১১.	আমদানির ক্ষেত্রে Proof of Submission of Return (PSR) সংগ্রহ প্রসঙ্গে।	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড	আয়কর আইন-২০২৩, ধারা-২৬৪, দফা-৩(৩) ও ৩(২০) অনুযায়ী আমদানি/রপ্তানি নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তি ও নবায়নের সময় এবং আমদানির উদ্দেশ্যে ঋণপত্র খোলার পূর্বে, উভয় ক্ষেত্রে PSR সংগ্রহের নির্দেশনা রয়েছে। এক্ষেত্রে, নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তি বা নবায়নের জন্য যেহেতু PSR বাধ্যতামূলক, সে ক্ষেত্রে নবায়নকৃত নিবন্ধন সনদ অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের হেফাজতে থাকলে পৃথকভাবে এল সি খোলার সময় PSR সংগ্রহের বাধ্যবাধকতা রয়েছে কিনা এই মর্মে সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনার জন্য স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে এসসিবিকে বিস্তারিত উল্লেখ করে এফইপিডিতে পত্র প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রেরিতব্য পত্রের প্রেক্ষিতে এফইপিডি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	আমদানি নীতি শাখা-১, এফইপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক
১২.	বাংলাদেশ ব্যাংক অনলাইন পোর্টাল-এ Overdue EXP রিপোর্ট এর মতো আমদানি ঋণপত্রের বিপরীতে স্বীকৃত বিলের মূল্য বকেয়া থাকলে তা Overdue Unpaid Accepted Bills রিপোর্ট হিসেবে সংযুক্ত করা প্রসঙ্গে।	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড	বাংলাদেশ ব্যাংক অনলাইন পোর্টাল-এ Overdue EXP রিপোর্টিংয়ের মতো আমদানি ঋণপত্রের বিপরীতে স্বীকৃত বিলের মূল্য বকেয়া থাকলে তা BB পোর্টালে Overdue Unpaid Accepted Bills নামে সংযুক্ত করার জন্য স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক সভায় প্রস্তাব করলে এফইওডির প্রতিনিধি অনুরূপ নামে একটি মেনু বাংলাদেশ ব্যাংকের অনলাইন পোর্টাল-এ রয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে এফইআইডির প্রতিনিধি স্বীকৃত আমদানি বিলের মূল্য সময়মতো পরিশোধের নিশ্চয়তার জন্য ১০০% প্রভিশন রাখা, ন্যূনতম মূলধনের(MCR) পরিমাণ বৃদ্ধি করা, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া এবং ফোর্সড লোন সৃজনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ব্যবস্থাপককে দায়ী থাকা উচিত মর্মে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করলে এ ব্যাপারে বিআরপিডি প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ (বিআরপিডি), বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃকাঃ।
১৩	PRCতে ম্যানুয়াল স্বাক্ষর বাদ দেয়া এবং ভবিষ্যতে কেবল ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাইজড PRC ইস্যু প্রসঙ্গে।	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড	বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী রপ্তানি আয় প্রত্যাবাসনের পর ব্যাংকগুলিকে BB OEMS থেকে প্রসিড রিয়ালাইজেশন সার্টিফিকেট (PRC) ইস্যু করতে হয় এবং PRCতে ব্যাংক কর্মকর্তাদের স্বাক্ষর করতে হয় । যেহেতু সমস্ত বিবরণ BB OEMS-এ পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে ব্যাংক কর্মকর্তাদের ম্যানুয়াল স্বাক্ষর বাদ দেয়ার জন্য স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের পক্ষ হতে সভায় প্রস্তাব করা হয়। আলোচনায় অংশ নিয়ে এফইপিডির রপ্তানি নীতি শাখার প্রতিনিধি যেহেতু নগদ সহায়তার ক্ষেত্রে ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে আবশ্যিকভাবে পিআরসিতে দেয়া স্বাক্ষর ভেরিফাই করতে হয় তাই পিআরসি হতে স্বাক্ষরের বিদ্যমান রীতি বাদ দেয়ার সুযোগ নেই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করলে সভার সভাপতি তা সমর্থন করে পিআরসিতে স্বাক্ষরের বিদ্যমান রীতি অনুসরন করার পরামর্শ দেন।	-
১৪	দৈনিক অভ্যন্তরীণ এবং বহির্মুখী রেমিট্যান্স অনলাইন রিপোর্টিং প্রসঙ্গে।	ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি	বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী ফরেন কারেন্সী লেনদেনের একই দিনে অনলাইন মনিটরিং সিস্টেমে Form-C এবং TM form এ উক্ত লেনদেনের তথ্য রিপোর্ট করার জন্য নির্দেশনা ঘোষিত রয়েছে। ব্র্যাক ব্যাংকের প্রতিনিধি একই দিনে লেনদেন রিপোর্টিংয়ের বিদ্যমান বিধান কষ্টসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ মর্মে অভিমত ব্যক্ত করে একই দিনে তথ্য রিপোর্ট করার পরিবর্তে পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে ফর্ম-সি এবং টিএম ফর্মে রিপোর্ট করার কথা বিবেচনা করার জন্য সভায় প্রস্তাব করেন। সার্বিক আলোচনান্তে এফইওডি বিষয়টি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃকাঃ।
১৫	ফ্রেইট ফরোয়ার্ডারদের ফরেন কারেন্সী আরটিজিএস প্রসঙ্গে।	ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি	গাইডলাইন্সের বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী ফ্রেইট ফরোয়ার্ডারদের অনুকূলে আরটিজিএস এর মাধ্যমে শিপিং কোম্পানি এবং এয়ারলাইনগুলোকে FOB আমদানির বিপরীতে ফরেন কারেন্সীতে অর্থ প্রদানের প্রাধিকার ঘোষিত রয়েছে। এই বিষয়ে ব্র্যাক ব্যাংকের প্রতিনিধি সভাকে বলেন যে, কখনো কখনো ফ্রেইট ফরোয়ার্ডারদের শিপিংলাইন/ এয়ারলাইনগুলির সাথে সরাসরি চুক্তি না করে অন্য	এএন্ডএনএফবিপি শাখা, ও রেমিট্যান্স নীতি শাখা-২,

			ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার যাদের সাথে এয়ারলাইন্স বা শিপিংলাইনস এর সরাসরি চুক্তি আছে সেই ফ্রেইট ফরোয়ার্ডারদের বরাবর আরটিজিএস এর মাধ্যেমে পরিশোধ করতে হয় । বর্তমান নির্দেশনা অনুযায়ী এডি ব্যাংকগুলি এই ধরনের লেনদেন করতে পারেনা। ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে, যদি ফরেন কারেন্সী আরটিজিএস এর মাধ্যমে FOB আমদানির বিপরীতে একজন ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার দ্বারা অন্য ফ্রেইট ফরওয়ার্ডারকে অর্থ প্রদানের অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে উভয় পক্ষের জন্য এটি সহায়ক হবে মর্মে উল্লেখ করে ব্যাংকটির প্রতিনিধি বিষয়টি বিবেচনার জন্য সভাকে প্রস্তাব করেন। সার্বিক আলোচনান্তে সভার সভাপতি আলোচ্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এফইপিডিকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	এফইপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃকাঃ।
১৬	অনলাইন প্লাটফর্ম এ ডিজিটাল টিএম গ্রহণ প্রসঙ্গে।	ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি	বিদ্যমান বিধি অনুযায়ী ইলেকট্রনিক মাধ্যমে অন্তমুখী রেমিট্যান্সের বিপরীতে ডিজিটালভাবে ফর্ম-সি গ্রহণ করার অনুমতি ঘোষিত রয়েছে। এ বিষয়ে ব্র্যাক ব্যাংকের প্রতিনিধি RFCD, NFCD বা ব্যাক্তি পর্যায়ে OBUতে FC অ্যাকাউন্ট হোল্ডার ও বিদেশ হতে নিজের অথবা নির্ভরশীলদের বরাবর ডিজিটালভাবে একই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে রেমিট্যান্স এর অনুরোধপত্র এবং টিএম ফর্ম জমা দিতে পারলে আরো সহজে এবং সুবিধাজনকভাবে ব্যাংকগুলি গ্রাহক সেবা দিতে পারবে মর্মে উল্লেখ করে বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য সভাকে অনুরোধ জানায়। আলোচনায় অংশ নিয়ে এফইপিডি'র পক্ষ থেকে সভাকে অবহিত করা হয় যে, অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটের কার্যক্রম গ্রাহক বান্ধবকরণের কাজ দীর্ঘদিন যাবত চলছে এবং বর্তমানেও তা অব্যহত রয়েছে। উত্থাপিত বিষয়ে সভায় উপস্থিতিদেরকে সেপ্টেম্বর ২২, ২০০৮ তারিখে জারিকৃত এফই সার্কুলার নং ১৩ বলবত রয়েছে মর্মে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়।	-
১৭	EDF এর অন্তবর্তীকালীন সুদের হার প্রসঙ্গে।	ব্র্যাক ব্যাংক ও এইচএসবিসি	এফই সার্কুলার-০২/২০২৩ অনুসারে এডিব্যাংকসমূহ এলসির দায় পরিশোধে EDF হতে অর্থায়ন গ্রহণের ক্ষেত্রে দায় পরিশোধের তারিখ ও বাংলাদেশ ব্যাংক হতে EDF ফান্ড গ্রহণের অন্তবর্তীকালিন সময়ে গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৫.৫% সুদের হার ধার্য করতে পারবে মর্মে প্রাধিকার ঘোষিত রয়েছে। কিন্তু এডি ব্যাংকগুলোর উক্ত অন্তবর্তীকালিন সময়ের তহবিল ব্যয় (Funding Cost) ৫.৫% এর থেকে অনেক বেশি হয়ে যায় মর্মে উল্লেখ করে ব্র্যাক ব্যাংকের প্রতিনিধি FE circular 04/2024 অনুসারে উক্ত অন্তবর্তীকালীন সময়ের সুদের হার স্বল্পমেয়াদী ঋনের সুদের হারের সমান ধার্য করার জন্য এবং বিকল্পভাবে এইচএসবিসির প্রতিনিধি সুদহার বার্ষিক SOFR + ১.৫% নির্ধারণের জন্য প্রস্তাব করেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে এফইপিডি ও এফআরটিএমডির পরিচালক মহোদয়গন বিষয়টি আপাততঃ বিবেচনার সুযোগ নেই, তবে বাংলাদেশ ব্যাংক রিইমবার্সমেন্টের সময়/দিন কমিয়ে আনার জন্য কাজ করতে পারে মর্মে তাদের মতামত ব্যক্ত করলে সভার সভাপতি এ বিষয়ে সহমত পোষন করেন।	-
১৮	অনিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা একাউন্ট এ অর্জিত সুদের উপর উচ্চ Withholding Tax হার প্রসঙ্গে।	এইচএসবিসি	এইচএসবিসির প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, আয়কর আইন ২০২৩ এর ১১৯ ধারা অনুযায়ী অনিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা একাউন্ট এ অর্জিত সুদের ক্ষেত্রে Withholding Tax এর হার ২০% করা হয়েছে। অথচ নিবাসী বাংলাদেশীদের ক্ষেত্রে তাদের ব্যাংক জমার সুদ আয়ের উপর ১০% থেকে ১৫% পর্যন্ত Withholding Tax প্রযোজ্য। সকল প্রনোদনা কর্মসূচির পরেও ২০% হারে Withholding Tax অনিবাসী গ্রাহকদের অনিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা একাউন্ট ব্যবহার এবং বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে মর্মেও তার বক্তব্যে প্রতিফলিত হয়। এমতাবস্থায় অনিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা একাউন্ট এ অর্জিত সুদের উপর Withholding Tax হার কমানোর ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তার জন্য এইচএসবিসি প্রস্তাব করেন। বিষয়টি এনবিআর সংশ্লিষ্ট বিধায় আলোচ্য বিষয়ে ব্যাংক হতে আবেদন পাওয়া সাপেক্ষে	এএন্ডএনএফবিপি শাখা, এফইপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃকাঃ।

CamScanner

			এফইপিডি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
১৯	বিবি-এডি ফোরামের পরবর্তি (৩৭তম) সভা অনুষ্ঠানের বিষয়ে বিশেষ সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে।	এফইএমপি	বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা বিধি-বিধান সহজীকরণ ও মূলধন হিসাবের লেনদেন ক্রমান্বয়ে অধিকতর উন্মুক্তকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত ও পরবর্তীতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে আইএমএফ বরাবরে প্রেরিত কৌশলপত্রের ৫ নং Action Agenda "Setting up a BB-Authorized Dealers forum of regular dialogues fostering understanding of FX policies" বাস্তবায়নে গভর্নর মহোদয়ের ২৫/১১/২০১৩ তারিখের অনুমোদন মোতাবেক নির্বাহী পরিচালক, এফইপিডিকে আহবায়ক মনোনীত করে ৬৫ সদস্যবিশিষ্ট BB-Authorized Dealers Forum গঠিত হয়। এ ফোরামের Terms of Reference এ বৈদেশিক মুদ্রা নীতিমালা/বিধি-বিধান সহজবোধ্য ও স্পষ্টীকরণের জন্য এডি ব্যাংকগুলোর সাথে নিয়মিত সংলাপ (যেমনঃ প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তত একবার) আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে উল্লেখিত রয়েছে। এ পর্যায়ে, প্রতিবছর কমপক্ষে একটি বিবি-এডি ফোরাম সভা ঢাকার বাইরে আয়োজনের বিষয়ে সভার অংশীজনদের নিকট হতে জোর অনুরোধ জানানো হয় যা সভার সভাপতি সমর্থন করেন। সেই প্রেক্ষিতে বিবি-এডি ফোরামের পরবর্তি (৩৭তম) সভা ঢাকার বাইরে অনুষ্ঠানের বিষয়ে উপস্থিত অংশীজনদের কাছ থেকে অনুরোধের প্রেক্ষিতে সভার সভাপতি একটি কমিটি গঠন করার নির্দেশনা প্রদান করেন। কমিটি ঢাকার বাইরে সভার ভেন্যু ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে এতদসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এ পর্যায়ে কাজী রফিকুল হাসান, নির্বাহী পরিচালক ও আহবায়ক, বিবি-এডি ফোরাম এর নেতৃত্বে নিম্নরূপ একটি কমিটি গঠিত হবেঃ ০২। জনাব সরোয়ার হোসেন, পরিচালক, এফইপিডি ০৩। জনাব এ.কে.এম রমিজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পরিচালক, এফইপিডি ০৪। জনাব রোকসানা আক্তার, সদস্য সচিব, অতিরিক্ত পরিচালক, এফইপিডি ০৫। জনাব নুরউদ্দিন হায়দার, যুগ্ম পরিচালক, এফইপিডি ০৬। মহাসচিব, বাফেদা ০৭। সদস্য, বিবি-এডি ফোরাম, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ০৮। সদস্য, বিবি-এডি ফোরাম, এইচএসবিসি ০৯। সদস্য, বিবি-এডি ফোরাম, ইউসিবি ১০। সদস্য, বিবি-এডি ফোরাম, ব্র্যাক ব্যাংক ১১। সদস্য, বিবি-এডি ফোরাম, এক্সিম ব্যাংক ১২। সদস্য, বিবি-এডি ফোরাম, এনআরবিসি	এফইএমপি, এফইপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃকাঃ।

পরিশেষে সভায় উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(কাজী রফিকুল হাসান)
আহবায়ক, বিবি-এডি ফোরাম
ও
নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক

CamScanner